সি • ঙ্গা • পু • র

সিঙ্গাপুরের ইতিহাস

সিঙ্গাপুর অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী একটি ছোট দেশ। এর ইতিহাসটিও বেশ চমকপ্রদ...

লিখেছেন সিঙ্গাপুর থেকে **মামুন**

Small is beautiful. বাক্যটি সিঙ্গাপুরের ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রযোজ্য হতে পারে। ছোটর সৌন্দর্য এখানে সারা দেশটি জুড়ে পরিস্ফুট হয়ে আছে। মাত্র ৪২ কি.মি লম্বা এবং ২৩ কি.মি প্রস্থ। আর এরিয়া হচ্ছে ৬৪৬ স্কয়ার কি.মি। এবং কোস্ট লাইন বা তটরেখা ১৫০.৫ কি.মি-এর কাছাকাছি। অতীতকাল থেকেই বিভিন্ন দেশের লোকজন এসে এখানে বসবাস করতে শুরু করে। ১৯৯৯ সালের জুনে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী পিআর (Permanent resident) এবং সিটিজেন সহ মোট জনসংখ্যা ৩২,১৭,৫০০। মোট জনসংখ্যার ৭৬.৯% চাইনিজ, ১৪.০০% মালে, ৭.৭% ইন্ডিয়ান, ১.৪% অন্যান্য। এই জনসংখ্যাকে চার মিলিয়নে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। অফিসিয়াল ভাষা ইংরেজি। এছাড়াও Mandarin, Malay, Tamil ভাষা প্রচলিত। এই হচ্ছে আজকের সিঙ্গাপুর। এবার একটু পেছনের দিকে তাকানো যাক।

পৌরাণিক কাহিনী : সিঙ্গাপুরের পৌরাণিক কাহিনী বা প্রকৃত অতীত ইতিহাস অনেকটা রূপকথার মতোই। পৌরাণিক কাহিনীতে উল্লেখ আছে যে সুমাত্রার প্রিন্স সাং নীলা উতামা (Sang nila utama) একটি নতুন শহর স্থাপন করার জন্যে একটি উপযোগী জায়গা খুঁজছিলেন এবং ১২৯৯ বা ১৩০০ সালে তিনি সিঙ্গাপুর এসেছিলেন দেখার জন্যে। তখন তিনি এটাকে 'Temasek' বা 'Sea Town' হিসেবেই জানতেন। এখানে আগমনের সময় তিনি আড়াআড়িভাবে রক্তবর্ণ শরীর, কালো মাথা এবং সাদা বুকের জাঁকজমকশালী এক পশুর নিকটবর্তী হয়েছিলেন। প্রিন্স এটাকে শুভ লক্ষণ হিসেবেই মনে করেছিলেন এবং সুস্পষ্টভাবে এখানেই তার নতুন শহর প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রিন্স এটার নাম দিয়েছিলেন 'Singapura' সিঙ্গাপুরা। Singa হচ্ছে 'সিংহ' আর Pura হচ্ছে 'শহর'। তাই সিঙ্গাপুরকে Lion City বা সিংহ শহরও বলা হয়। আর সাং নীলা উতামাকে বলা হয় পুরাতন সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা।

আধুনিক সিঙ্গাপুর : স্যার থমাস স্টেমফোর্ট রেফলেস হচ্ছেন আধুনিক সিঙ্গাপুরের স্থপতি। তিনি ছিলেন একজন ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্ট। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীরূপে তিনি ১৮১৯ সালের ২৯ জানুয়ারি সিঙ্গাপুরে আসেন। এই সময় থেকেই সিঙ্গাপুর অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিশিং ভিলেজ থেকে বিশ্বের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়িক বন্দরে এবং সার্বজনীন শহরে পরিণত হতে শুরু করেছে। 'Sir thomas stamford raffles' ব্রিটিশ বাণিজ্যের বুনিয়াদ সৃষ্টির জন্যে এটিকে অধিকতর উজ্জ্বল স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল এই অঞ্চলে ডাচদের একচেটিয়া বাণিজ্য ভেঙে দেয়া। সম্পূর্ণ সিঙ্গাপুর ছিল অতি ক্ষুদ্র একটা ফিশিং ভিলেজ। এই জায়গাটি ছিল পূর্ব এবং পশ্চিমের ক্রস রোড। মাঝখানে চমৎকার পজিশন বৃহৎ শিপিং লেন্স এবং গভীর পানির জন্যে সিঙ্গাপুর সৌভাগ্যশালী। সিঙ্গাপুরের দ্রুত অর্থনৈতিক সফলতার পেছনে মেইন চালিকাশক্তি ছিল ফ্রি পোর্ট পলিসি এবং অতিথি সেবক শিপিং সার্ভিস। রেফলেস এখানে অবিকল শহরের ভিত্তিও শুরু করেন। ট্রেডিং পোস্ট স্থাপন করার পর সিঙ্গাপুর রিভারের এক পাশে বিজনেস কোয়ার্টার নির্মাণের নকশাও করেন। কিন্তু যেহেতু এটি নিচুতে অবস্থিত ছিল তাই তিনি ছোট হিল খনন করে এই জায়গাটি ভরাট করার আদেশ দিয়েছিলেন। আজ সেই জায়গাটিই শহরের কেন্দ্রস্থল এবং 'হার্ট অব সেনটন ওয়ে'। এখানকার মানুষ মনে করে রেফলেস যদি এখানে না আসত তবে আরো দীর্ঘ সময় সিঙ্গাপুর অন্ধকারেই থাকতো। রেফলেসের আগমন ছিল উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতোই। তাই সিঙ্গাপুরিয়ানরা তার নাম চিরকাল বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তার নামানুসারে উনিশ শতকের জনপ্রিয় হোটেল, একটি স্কুল, একটি মডার্ন কমপ্লেক্স সঙ্গে দুটি হোটেল ও ডিপার্টমেন্ট স্টোর, রাস্তা, ন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের বিজনেস ক্লাস, একটি গলফ কোর্স ইত্যাদির নাম রেখেছে।

আধুনিক সিঙ্গাপুরের উত্থানে রেফলেস-এর পর যিনি সম্মান পাওয়ার যোগ্য তিনি হলেন লী কুয়ান য়্যু (Lee Kuan Yew)। স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে তার পোটেন্ট ফর্মূলা সিঙ্গাপুরকে বিশ্বের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে। বর্তমানে তিনি পার্লামেন্টে সিনিয়র মিনিস্টার। তিনি দুটি সম্মানজনক উপাধিও ধরে আছেন। ১. তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ঐ সময়ে বিশ্বের মাঝে তিনিই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। ২. আর আধুনিক ইতিহাসে তিনি হচ্ছেন পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম পার্টি লিডার। দীর্ঘ ৩৮ বছর ধরে তিনি দলের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। রেফলেস-এর মতোই তিনিও আজীবন কিংবদন্তি হয়েই থাকবেন এখানকার মানুষের কাছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সিঙ্গাপুরের উন্নতিতে চরমভাবে বাধা দেয়। জাপানিরা এখানে বিরামহীন মহামারীর মতোই আগমন করেছিল এবং অনেক কিছুই খুব সহজভাবে ধ্বংস করেছিল। ব্রিটিশরাও নির্ভীকভাবে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু বিপুল পরিমাণ জাপানি সৈন্যের সমাগমে তাদের চেষ্টা ছিল তুচ্ছ ও ব্যর্থ। ১৯৪২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি জাপানিদের দ্বারা সর্বপ্রথম সিঙ্গাপুর আক্রান্ত হয়। এরপর ৩ বছর আট মাস সিঙ্গাপুর ছিল জাপানিদের অধিকারে। জাপানিরা পুনরায় সিঙ্গাপুরের নাম দেয় 'Syonan-To' বা 'দক্ষিণের আলো'। জাপানিদের শাসনামলেই সিঙ্গাপুর সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় অতিবাহিত করে।

স্বাধীনতা : ১৯৬৫ সালের ৯ আগস্ট সিঙ্গাপুর স্বাধীনতা লাভ করে। এই দিনে ফরমার প্রাইম মিনিস্টার লী কুয়ান য়্যু সিটিহল বিল্ডিং থেকে ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে ঘোষণা করেন, Singapore break From Malaysia. এই সিটি হল বিল্ডিংয়েই জাপানিরা ব্রিটিশদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। সিঙ্গাপুরের ইতিহাসের সঙ্গে এই বিল্ডিংয়েরও রয়েছে গভীর

সম্পর্ক। স্বাধীনতার সময় সারা দেশ জুড়ে ছিল এক বিশৃঙ্খল পিরিস্থিতি। লী কুয়ান য়্যু এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর আজ সিঙ্গাপুর বিশ্বের দরবারে একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। প্রতিনিয়তই এক একটি নতুন স্বপ্ন পূরণের দিকে সিঙ্গাপুর ধাবিত হচ্ছে। আর তাই বুঝি ন্যাশনাল এন্থেমে বলা হয়েছে 'Majulah Singapura' বা অগ্রগামী সিঙ্গাপুর।

আজ থেকে সাত শ' বছর পূর্বে সাং নীলা উতামা গড়েছিলেন পুরাতন সিঙ্গাপুর। এর আগে এটি ছিল ছোট ফিশিং ভিলেজ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অতীতকাল থেকেই লোকজন এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করে। তাই বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতি এখানে বিদ্যমান। বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের রয়েছে ভিন্ন রকম পোশাক, খাবার, সামাজিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। কিন্তু আধুনিকতার ছোঁয়ায় আজ এরা হারাতে বসেছে নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাকে। ইন্ডিয়ান এবং মালেদেরকে এদের নিজস্ব সংস্কৃতির পোশাকগুলো প্রায়ই পরতে দেখা যায়। এভাবেই বদলে যাচ্ছে সংস্কৃতির ধারা। ছোট সেই ফিশিং ভিলেজ দীর্ঘ সময় পাড়ি দিয়ে আজ পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে কিন্তু এরই মাঝে বদলে গেছে অনেক কিছুই।

সি • উ • ল

থার্টি ফার্স্ট নাইট

সারা শহর জুড়ে মেতে উঠেছে থার্টি ফার্স্ট নাইটে। কিন্তু কোথাও কোনো অঘটনের চিহ্নও দেখিনি...

রাত ২টা পেরিয়ে গেছে। একটু আগে রুমে ফিরেছি। সন্ধ্যায় প্রচুর তুষারপাত হয়েছে। তাপমাত্রা মাইনাস ১০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে এসেছে। রাত ১০টা রুম থেকে বেরিয়েছি। এই ৪ ঘন্টা প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে ঘুরেছি আমার এক বন্ধুসহ। উদ্দেশ্য থার্টি ফার্স্ট নাইট উদ্‌যাপন।

কোরিয়ানরা ২০০২ সালকে বরণ করলো প্রচন্ড উচ্ছ্বাসের সঙ্গে, সঙ্গে আমরাও। সিউল শহরের প্রাণ কেন্দ্রে বিশাল চওড়া রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে বানানো হয়েছে বিশাল মঞ্চ। রাত ১০টা থেকে নাচ-গানের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। এদেশের বিখ্যাত সব কণ্ঠশিল্পীরা এসেছেন অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটি টিভিতে সরাসরি সম্প্রাচার হচ্ছে। মঞ্চের সামনে মাথার ওপর খোলা আকাশ, পায়ের নিচে ২ ইঞ্চি পুরু তুষার। এই অবস্থায় হাজার হাজার তরুণ-তরুণী প্রচন্ড আগ্রহের সঙ্গে অনুষ্ঠান উপভোগ করছে আর অপেক্ষা করছে, কখন ঘড়িতে ১২টা বাজবে। ওদের সঙ্গে আমিও অপেক্ষা করছি। কিন্তু আর পারছি না। প্রচন্ড ঠান্ডায় পায়ের নিচের তুষার শক্ত বরফ হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে আমিও।

দেখতে দেখতে ঘড়ির কাটা গিয়ে ঠেকেছে ১১টা ৫৯ মিনিট ৫০ সেকেন্ডে। নাচ গান সব বন্ধ, রুদ্ধশ্বাস অবস্থা, উল্টো দিক থেকে গণনা শুরু হয়েছে দশ নয় আট এভাবে শুন্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে ফেটে পড়ল অসংখ্য পটকা– যেন গোটা সিউল কেঁপে উঠল। বিরামহীনভাবে চলছে আতশবাজি। সবার চোখ আকাশের দিকে। সিউলের আকাশে বয়ে যাচ্ছে আলোর বন্যা। এ এক অপূর্ব দৃশ্য যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

৩০ মিনিট পর আবার অনুষ্ঠান শুরু হলো। রুমে ফেরার তেমন তাগাদা অনুভব করছি না। কারণ একদিকে সিউল সাবওয়ে অর্থাৎ পাতাল ট্রেন কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিয়েছে রাত ৩টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করবে। অন্যদিকে নববর্ষের কারণে আগামীকাল ছুটি। তাই উদ্দেশ্যহীন-ভাবে ঘুরছি আর থার্টি ফার্স্ট নাইটের সিউল শহরের দৃশ্য দেখছি।

একটা বিষয় আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করল, তা হলো কয়েক হাজার লোকের সমাবেশ অথচ একটুখানি বিশৃঙ্খলা নেই। ঠেলাঠেলি নেই। দর্শকের বেশির ভাগই মেয়ে। কোনো ছেলেই কোনো মেয়েকে উত্ত্যক্ত করছে না বা ইচ্ছে করে ধাক্কা খাচ্ছে না বা কৃত্রিমভাবে ভিড় তৈরির চেষ্টাও করছে না।

সামনের দর্শকেরা চেয়ারে বসে, দুই পাশে ও পেছনের দর্শকেরা দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠান দেখছে। সবার দৃষ্টি সামনের দিকে থাকলেও মাঝে মধ্যে পিছনে ফিরে দেখছে যে, তার দ্বারা পেছনের দর্শকের দেখার সমস্যা হচ্ছে কিনা। যদি দেখছে পেছনের দর্শকের সমস্যা হচ্ছে তবে সে একটু সরে বসছে বা বসার জায়গা না থাকলে পেছনে চলে যাচ্ছে। কেউ কাউকে কিছুর বলার প্রয়োজন মনে করছে না।

অথচ এই রাতে গলায় মদ ঢালেনি এমন তরুণ-তরুণী খুঁজে পাওয়া ভার। কেউ বা অল্প ঢেলে শরীর গরম রেখেছে কেউবা বেশি ঢেলে সঙ্গীর শরীরের ওপর ভর করে চলছে। কেউ একটু মাতলামো করছে না, অন্যের একটু বিরক্তির কারণও হচ্ছে না। অথচ আমরা এমন এক জাতি, আমরা মদ না খেয়েও মাতলামো করতে পারি। পারি নিমিষেই বৃহৎ কোনো অনুষ্ঠান বা সমাবেশকে ভন্ডুল করতে।

Mahbubul Alam Liton
Email : m alambogra@Yahoo.com

প্যা • রি • স

বাংলাদেশ দূতাবাসে বিজয় দিবস

প্যারিসে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ৩১তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে

বাংলাদেশ দূতাবাস ফ্রান্সের উদ্যোগে গত ১৯ ডিসেম্বর, বুধবার 39 Rue Erlanger, 75116 Paris বাংলাদেশ দূতাবাসে ৩১তম মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এক মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানসূচির প্রথম পর্বে ছিল জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। ২য় পর্বে মিলাদ মাহফিল। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত, মিলাদ মাহফিল পরিচালনা করেন হাফেজ নূর হোসেন। মিলাদ শেষে স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

৩য় পর্বে আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জাহাঙ্গীর সাদাত। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দূতাবাসের চ্যান্সারি প্রধান মোঃ দেলওয়ার হোসেন। আলোচনা সভার প্রারম্ভেই স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়। সভায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মাননীয় রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রেরিত বাণী পাঠ করে শোনান মোঃ দেলওয়ার হোসেন।

মহান বিজয় দিবসের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জাহাঙ্গীর সাদাত, ডক্টর আবদুল মালেক, বেনজিত আহাম্মদ সেলিম, আবদুল্লাহ আল মামুন, সিরাজুল ইসলাম মিয়া, সাহেদ আলী, অ্যাডভোকেট মুসলেম উদ্দিন, আনোয়ার হোসেন মোমেন, সিরাজুল ইসলাম, মিসেস সৈয়দা তৌফিক, আঃ জলিল চৌধুরী ও নাসির উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ।

Mohamed Abdul Barek Farazi
5, Place Roger Salengro, 95140, Garges Ies Gonesse, Paris-France

রো • ম

মহাসম্মেলন

ইটালি সরকারের বিদেশীদের ওপর নিবর্তনমূলক আইন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে

সম্প্রতি ফ্লোরেন্সের Piazza lierta'র সন্নিকটে Via Sangallo 191-R Centro Della Culture এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করে। বিদেশীদের পক্ষের সংগঠনের মধ্যে এই সংগঠন বেশ তৎপর হয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এই সংগঠনকে সহযোগিতা করছে এ পক্ষের অন্যান্য সব সংগঠন। সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ অংশ গ্রহণ করেন। সেনেগাল, আফ্রিকা, সোমালিয়া, মরক্কো, শ্রীলঙ্কা সেই সঙ্গে বাংলাদেশীদের পক্ষ থেকে রেজাউল করিম মৃধা প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মানব অধিকার সংস্থা ফিরেন্সের কর্মকর্তা Saverio সভা পরিচালনা করেন Centro Della Culture Firenze-এর কর্মকর্তা Massimo. সভায় বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ আলোচনা করেন। আলোচনার মূল বিষয় 'ইটালির বর্তমান সরকার বিদেশীদের ওপর কালো আইন' পরিহার করা। কালো আইন বিদেশীদের ওপর এক কঠোর অবমাননাকর।

আইনটি এরূপ– বিদেশী যারা ইটালিতে বৈধভাবে আছে অথচ কাজ নেই তাদের দেশে ফেরত পাঠানো, যে কয়দিনের কাজ আছে তাদের সেই কয়দিন থাকার অনুমতি। এ ছাড়া যারা অবৈধভাবে আছে তাদের দেশে ফেরত অথবা জেল। এ ছাড়াও অবৈধভাবে প্রবেশকালে ধরা পড়লে দেশে পাঠানো অথবা জেল জরিমানা। এসঙ্গে বিদেশীদের অনেক কঠোর নির্দেশ পালন করে আইন করা হয়েছে।

এই আইনকে পরিবর্তন করতে হবে। আর পরিবর্তন করতে হলে একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই কি ভাবে অগ্রসর হলে এই আইন পরিবর্তন করা যায়, এ নিয়ে সকল প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে মতামত ও প্রস্তাব দিতে থাকে। বাংলাদেশী প্রতিনিধির প্রস্তাবে অনেকেই এক মত প্রকাশ করেন। প্রস্তাব আন্দোলন করতে আন্দোলনের ধরন, মিছিল মিটিং অথবা অনুষ্ঠান অথবা স্বাক্ষর অভিযান। এই প্রস্তাবের সঙ্গে এক মত প্রকাশ করে নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। মিছিল বৃহৎ আকারে শুধু বিদেশী নয় ইটালিয়ান বিদেশীদের পক্ষের লোকদেরও অংশগ্রহণে যোগদান করা। প্রতিজন প্রতিনিধি কম পক্ষে ২০ জন করে লোক যোগাড় ও অংশ গ্রহণ করানো। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কালচার তুলে ধরে তাদের দেশীয় বাদ্যযন্ত্রসহ গান বাজনা, পোশাক নিয়ে সুন্দর গোছালো অনুষ্ঠান। বিভিন্ন দেশীয় খেলাধুলা নিয়ে সারা দিনের অনুষ্ঠান। সপ্তাহব্যাপী করার চিন্তা থাকলেও প্রথম অবস্থায় একদিন ব্যাপী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আগামী ২৪ নবেম্বর Piazza Liberta'র Sala Di Parterra হলেও Piazza -এ অনুষ্ঠান হবে। অনুষ্ঠানে চলবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আর Piazza'র বিভিন্ন স্থানে মোড়ে মোড়ে টেবিল দিয়ে দলবদ্ধভাবে স্বাক্ষর অভিযান।

আমরা কালো আইন মানি না, মানবো না। এ আইন প্রত্যাহার করা হোক। বিদেশীদের ইটালিয়ানদের মতো সমান অধিকার দেওয়া হোক। একটিই স্লোগান, 'সবার ওপর মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

Rezaul Karim Mridha, Associazione del Bangladesh

ব্রে • সি • য়া

তালেবান হাওয়া

একজন লাদেন গোটা বিশ্বে মুসলমানদের দারুণভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন

কয়েক হাজার মুসলিম ইমিগ্রান্ট মিলে ব্রেসিয়া শহরে ভাড়া বাড়িতে একটি মসজিদ করেছিল। গেলো সপ্তাহে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সেটা বন্ধ করে দিয়েছিল বর্তমান লাদেন তালেবান হাওয়ার আলোকে। গতকাল কর্মস্থল থেকে বেরিয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো, 'তুমি কোন দেশ থেকে এসেছ, পাকিস্তান না শ্রীলঙ্কা?' বললাম কোনোটাই না। 'তাহলে? বাংলাদেশ থেকে?' বললাম হ্যাঁ। মনে হলো একটু চুপসে গেল। বললো, 'বাংলাদেশের জনসংখ্যার কতো ভাগ মুসলমান?' জানা মতে একটা উত্তর দিলাম। লোকটি কিছু একটা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমার গাড়ি এসে গেলো। তার কথা আর শোনা হলো না। আমি আফগানিস্তানের পড়শি, পাকিস্তানের বাসিন্দা হলে তালেবানদের প্রতি পাকিস্তানের মমত্ববোধ সম্পর্কে হয়তো লোকটি কিছু একটা বলতো। শহরে এসে বাংলাদেশী দোকান অভিমুখে যাচ্ছিলাম নতুন সাপ্তাহিক ২০০০-এর খোঁজে। 'কারিতাস' সাহায্য সংস্থার দপ্তরের সামনে দিয়ে যাচ্ছি। দপ্তর থেকে এক মাদার (ধর্ম যাজিকা) পাকিস্তানি এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলো। হাঁটতে হাঁটতে মাদার যুবকটিকে জিজ্ঞেস করছে, 'তুমি কি মুসলমানদের রমাদান সম্পর্কে জান? দিনের বেলা কিছু না খেয়ে থাকার নামই হলো রামাদান।' ইটালিয়ান ভাষায় যুবকটির তেমন দখল না থাকায় সে শুধু মাদারের মুখের দিকে চেয়ে হ্যাঁ হু করছিলো। আমি মওকা বুঝে সালাম দিয়ে তাদের আলোচনায় অংশ নিলাম। কিছু পান না করা, ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলা, সন্ধ্যার পরে বিশেষ নামাজ (তারাবিহ) পড়া, দিনেরবেলা স্ত্রী সান্নিধ্যে না যাওয়া ইত্যাদি রমাদানেরই (রমজানেরই) অংশ। মাদারের কথার সঙ্গে আমি এই কথাগুলো যোগ করলাম। মাদার চক্ষু কপালে তুলে বললো, 'ওমা তাই নাকি! আমি তো এগুলো জানতাম না। রাতেরবেলায়ও কি স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ?' আমি বললাম না। ইদানীং তালেবান সন্দেহে পুলিশ রাস্তাঘাটে বিদেশীদের বেশ তল্লাশি করছে। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রমজান সম্পর্কে মাদারের সঙ্গে আর বেশি আলাপ না করে তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

Al-Mamun
Brescia, Italy

প্রবাসীদের প্রতি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

প্যা • রি • স

ফ্রান্স সমাচার

ইউরোপের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে ফ্রান্স অন্যতম। প্রতিদিন অসংখ্য ট্যুরিস্ট আসে প্যারিস ভ্রমণে

প্যারিস সিটির বর্তমান লোকসংখ্যা হচ্ছে ২১ লাখ ১৬ হাজার ১শ' ৭৩ জন। ১৯৯৯ সালের মার্চের ২০তম বা সর্বশেষ আদমশুমারি অনুযায়ী প্যারিস সিটির জনসংখ্যা পূর্ববর্তী ৯ বছরের চেয়ে ১৭% কমে এই সংখ্যায় দাঁড়িয়েছে।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস সিটির মাটির নিচে জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে প্রায় পৌনে চারশ' আন্ডারগ্রাউন্ড রেলস্টেশন। প্রকৃত সংখ্যা হচ্ছে ৩৭১টি। এর মধ্যে প্রথম আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনটির নাম হচ্ছে 'Port Meilleur' এবং সর্বশেষ আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনটির নাম হচ্ছে 'Bibliotheque Francoise Mitterand'. প্রায় একশ' বছর আগে যখন প্যারিসের আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনগুলো প্রথম করা হয় তখন এর অন্যতম প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের নাম ছিল 'Montharnnasse' তার নামকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'Montharrnnasse Biewvenue' নামে প্যারিস সিটির একটি প্রথম সারির Underground Railway Station-এর নামকরণ করা হয়েছে। Underground Railway Stationকে এদেশের ভাষায় বলা হয় Metre এদেশের ভাষায় Bienvenue শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'স্বাগতম'।

জনসংখ্যার দিক থেকে ফ্রান্সের প্রধান দশটি শহর হচ্ছে প্যারিস ২১,১৬,১৭৩ জন, মার্শাই ৭,৯৭,৭০০ জন লিও ৪, ৪৫,২৬৩ জন, তুলোজ ৩,৯০,৭১২ জন নাইস ৩,৪১,০১৬ জন, নন্ত ২,৬৮,৮৮৩ জন ট্রেসবার্গ ২,৬৩,৮৯৬, মোঁপেলিয়ে ২,২৪,৮৫৬ জন, বর্দো ২,১৪,৯৪০ জন, রিয়েন ২,০৫,৮৬৫ জন (৯৯ সালের মার্চের আদমশুমারি অনুযায়ী)।

বাস, ট্রাম, আন্ডারগ্রাউন্ড রেল স্টেশন এবং RER (Resion Express Resionale) পরিচালনার জন্য স্বায়ত্তশাসিত প্যারিস মেট্রো কর্তৃপক্ষ R.A.T.P (La Ragie Autonome des Transports Parisiews স্থাপিত হয় ১৯৪৯ সালে। টুরিস্টদের জন্য প্যারিসের অন্যতম দর্শনীয় স্থান আইফেল টাওয়ার-এর উচ্চতা হচ্ছে ১০৫০ ফুট। এর প্রধান Technocrateও ছিলেন আইফেল নামক জনৈক ইঞ্জিনিয়ার। সম্রাট নেপেলিয়ান যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করতেন সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সংবলিত জাদুঘরের পার্শবর্তী একটি স্মৃতিসৌধে সম্রাট নেপোলিয়ানের মৃতদেহ একটি কাঠের বাক্সে ফ্রিজিং অবস্থায় সংরক্ষিত আছে 'Metre Invalid' নামক স্থানের সন্নিকটে। বিশ্বের বহু সংখ্যক টুরিস্ট প্রতিদিন এখানে এসে থাকে।

১৮৭৯ সালে জুল ফেরী নামক জনৈক শিক্ষানুরাগী ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী পদে আসীন হয়ে ১৮৮১ সালে ফ্রান্সে বিনামূল্যে প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং ১৮৮২ সালে ৬ বছর বয়স থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেন। এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর যার যার ইচ্ছা ও যোগ্যতানুযায়ী উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ রয়েছে এদেশে। অর্থাৎ ফ্রান্সে কেউ অশিক্ষিত থাকার উপায় এবং কারণ এর কোনোটিই নেই।

প্রতিবছর পাত্রিমোনিয়াম দিবসে দর্শনীয় বিশেষ বিশেষ স্থানগুলো জনগণকে দেখানোর জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ জনগণের ট্যাক্সে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান চলে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনসহ সেই সমস্ত স্থান সাধারণ জনগণেরও দেখার অধিকার এ দেশে আইনগতভাবে স্বীকৃত।

প্যারিসের বিগত পাত্রিমোনিয়াম দিবসে লিস্টভুক্ত স্থানগুলোর মধ্যে ছিল প্রেসিডেন্টের বাসভবন, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, সিনেট ভবন, জাতীয় সংসদ ভবন, মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস, সুপ্রিম কোর্ট ভবন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ব্যাংক অব ফ্রান্স এটমিক এনার্জি কমিশন, বিজয় গেট, জাতীয় ফরাসি লাইব্রেরি, ফরাসি একাডেমী, জাতীয় ফিল্ম ইন্সটিটিউট, ইউনোস্কো ভবন, মিউনিসিপ্যাল অফিস ইত্যাদি।

ফ্রান্সের নোবেল বিজয়ী প্রতিষ্ঠান 'Medicins Sans Frontiers' বা MSF-এর অধীনে বর্তমানে সারা বিশ্বে কর্মরত ডাক্তার আছেন ২,০০০, এদের মধ্যে ৮০১ জন ফরাসি। বিদেশে এর ১৭টি প্রধান কেন্দ্র আছে। বার্নার্ড কুশনার নামক MSF-এর একজন প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার 'Medicine Sans Frontier' বা সীমান্তহীন ডাক্তার নামে এই প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করেছেন। ৩টি নামের মধ্যে তার দেয়া নামটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। ফ্রান্সের জন্য MSF-এর বাজেট হচ্ছে ৪৩৩ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক।

জাহাঙ্গীর খান বাঙালি

141, Rue D Alesia, 75014-Paris, France

টো • কি • ও

ভবিষ্যতের হাতঘড়ি

ঘড়িতেই কম্পিউটার। বিশ্ব এখন হাতের নাগালে

ঘড়ি নির্মাতা সিটিজেন আর কম্পিউটার জায়ান্ট আইবিএম যৌথভাবে নির্মাণ করেছে হাতঘড়ি কম্পিউটার 'Watch Pad 1.5'। মাত্র ৪৩ গ্রাম ওজনের এই কম্পিউটার ৩২ বিট ARM প্রসেসর সমৃদ্ধ। এতে আছে LCD ডিসপ্লে, সেই সাথে পূর্ণ ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেম।। ঘড়ি আর এখন শুধু সময় জানায় না– সেই সঙ্গে পুরো কম্পিউটার। এসব তথ্য এখন হাতের মুঠোয়। ছবিতে সিটিজেন-এর এক সেলসকর্মীর হাতে শোভিত এ যুগের হাতঘড়ি, আগামী মার্চ মাসে এটি বাজারে আসছে।

ইয়াজদান হক ইনান, টোকিও, জাপান

ঘড়িতেই এখন কম্পিউটার সুবিধা

ই • টা • লি

অভিভাবক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে অভিভাবকদের যথার্থভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে

সময় বদলে যাচ্ছে। আগের শিক্ষার সঙ্গে বর্তমানের শিক্ষার অনেক পরিবর্তন। ইটালিতে অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রতিনিধি দলের জরিপ অনুযায়ী ইটালির Firenze ফ্লোরেন্স শহরে ১৮ হাজার শিশু বাবা-মায়ের অবাধ্য। ১৫ হাজার শিশু স্কুলে অমনোযোগী, ১১ হাজার স্কুল ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাচ্ছে। প্রতিনিধি দল কেন হচ্ছে এসব তার কারণ খুঁজে বের করছে, অভিভাবকদের সঙ্গে আলাপ করছেন, আলাপ করছেন ঐসব ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে। যাদের বয়স ৩ থেকে ৬ বছর। এই ছোট ছোট বাচ্চারা প্রথমেই বলছে—

স্কুলে দীর্ঘ ৮ ঘন্টা আমরা জেলখানার মতো থাকি। সবকিছুই নিয়ম। একটু নিয়মের হেরফের হওয়া যায় না। অবশ্য এটা ঠিক আগে ছিল মাত্র ৪ ঘন্টা স্কুল, বর্তমানে ৮ ঘন্টা, আগে ছিল সপ্তাহে ৫ দিন এখন সপ্তাহে ৬ দিন স্কুল থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে ওঠে ঐসব শিশুরা।

বাবা-মায়ের সান্নিধ্য কম পায়, বেশির ভাগই মানুষ হয় গৃহ-পরিচারিকাদের হাতে। এতে বাবা-মায়ের প্রতি শিশুদের বিরক্তি ভাবের সৃষ্টি হয়। যে সময়টুকু পায় তাও আদর করার সময় কই।

একটি শিশু দুঃখ করে বলছে, পার্কে নিয়ে গিয়ে বাবা-মা বলছে দৌড়াও কিন্তু আছাড় খেয়ে ব্যথা পেওনা অথবা ক্লান্ত হয়ো না। বেশি লাফালাফি করো না। দোলনায় শক্ত করে ধরো। তখন ঐ শিশুটি বলছে, তাহলে এই পার্কে এনেছ কেন। একটি মুহূর্ত তো আমাদের ইচ্ছামতো চলতে দিচ্ছো না। শিশুরাও ইচ্ছামতো চলতে চায়, শিশুদের ইচ্ছার মূল্য কিভাবে দিতে হবে, কিভাবে তাদের মানুষিক বিকাশ ঘটবে, কিভাবে বেড়ে উঠবে শিশুরা এই শিক্ষা দেয়ার জন্য ইটালিতে গড়ে উঠেছে শিশুদের পরিচালনার জন্য অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণে ইটালির ফ্লোরেন্স শহরে বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন স্কুলে সপ্তাহে অথবা মাসে শনিবার বিকাল থেকে এ ক্লাস বা কর্মসূচি চলে। স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের আমন্ত্রণপত্র দেওয়া হয়। অভিভাবকগণও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করছেন। শিশুরা তো তোমার কাছে দায়বদ্ধ নয়। মাত্র কয়েক বছরের জন্য তুমি একজন পথপ্রদর্শক মাত্র—বাবা-মা ক'বছর একটি শিশুর পরিচালনা করেন। জন্ম থেকে ৫-৬ বছর। তারপর সে নিজেই চলতে পারে, ১৮ বছর হলে সে পূর্ণ স্বাধীন। তাই এই মাত্র কয়েক বছর আর এর মধ্যে শিক্ষকদের গুরুত্বই বা কম কোথায়। তাই কিভাবে এদের পরিচালিত করতে হবে। যেমন কোনো অনুষ্ঠান, রাস্তায় বা সিগনাল পার। বাসে ওঠা, মার্কেটে বা কেনাকাটা যেখানে-সেখানে বাচ্চাদের সঙ্গে রাগারাগি হলে ভালোর চেয়ে মন্দই বেশি হয়। আদর-সোহাগকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া উচিত। কেনাকাটায় শিশুর মতামত দেওয়া, পোশাক পরিধানের সময় কোনটা পরবে তার মতামত নেওয়া। বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচী-ফুপুসহ আত্মীয়-পরিজনদের কাছ থেকেই শিশুরা শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই এদেরকে সতর্ক থাকতে হবে, যেভাবে এই শিশুর মঙ্গল হয় তার জন্য কাজ করতে হবে। বড় কথা হলো, সময় দিতে হয় বুঝে ওঠার, চিন্তা করার। যদি বলা হয় ধূমপান করো না, স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ, আর নিজেই যদি শিশুর সামনে সিগারেট ধরায় তখন শিশুটির মনের অবস্থা কি হবে আপনিই বলুন? আপনার মাত্র কয়েকটা বছর পরিচালনায় একটি শিশু হয়ে উঠবে সবার উর্ধ্বে। অধিকারী হবে সুন্দর জীবনের। অভিভাবকগণই দিতে পারেন শিশুর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

R. Karim, Associazione del Bangladesh

নি • উ • ই • য়ে • র্ক

শিক্ষকতায় আল গোর

আল গোর এখন লস অ্যাঞ্জেলেসের ওয়েস্ট ফিনান্সিয়াল ইনক-এ ভাইস চেয়ারম্যান পদের পাশাপাশি শিক্ষকতায় নিয়োজিত

ভোট গণনার মারপ্যাচে প্রেসিডেন্ট পদ লাভে ব্যর্থ আল গোর শিক্ষকতার পাশাপাশি লস অ্যাঞ্জেলেসের মেট্রোপলিটন ওয়েস্ট ফিনান্সিয়াল ইনক-এ ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে চাকরি নিয়েছেন। লস অ্যাঞ্জেলেসভিত্তিক এই বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগদানের ফলে ২০০৪ সালে পুনরায় প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনো সমস্যা হবে কিনা—এমন এক প্রশ্নের জবাবে মি. গোর বলেন, সময়ই সব নির্ধারণ করে দেবে। তবে আমার ধারণা, এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সক্ষম হবো। উল্লেখ যে, প্রায় ২৫ বছর যাবৎ তিনি রাজনীতিতে রয়েছেন। রাজনীতিই তার পেশা ছিল। কিন্তু ভোট গণনায় বিতর্কিত পদ্ধতির কারণে গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটে তিনি বিজয়ের মুকুট লাভে সক্ষম হননি। এরপর তিনি লসঅ্যাঞ্জেলেস এবং টেনেসির ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্ডকালীন শিক্ষকতায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও মাঝে মধ্যে ক্লাস নিয়ে থাকেন। আল গোর বলেছেন, ৫০ বিলিয়নেরও অধিক সম্পদের নতুন এই কর্মস্থলে ফুলটাইম কর্মচারী হিসেবে যোগ দেয়া সত্ত্বেও আমি শিক্ষকতার পেশাকে ছেড়ে দেব না।

আল গোর

Hakikul Islam Khokan
Email : info@localsarkar.com

কো • সি • ডা • ন • সি

হিউম্যান রাইট ফেস্টিভ্যাল

নবেম্বরে ইজুমুতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো তৃতীয় 'হিউম্যান রাইট ফেস্টিভ্যাল'। এটা মূলত এইডস্, কুষ্ঠ এছাড়াও শারীরিকভাবে পঙ্গু অসহায় মহিলাদের প্রতি সহমর্মিতা জানানোর আয়োজন। অনুষ্ঠানে এক চা- চক্রের আয়োজন ছিল, যাতে আন্তর্জাতিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে এক দেশ আরেক দেশ সম্বন্ধে জানতে পারে। এবার স্বাগতিক জাপানসহ চীন, কোরিয়া, ফিলিপাইন, আমেরিকা ও বাংলাদেশ তাদের স্বদেশী খাবারের স্টল দেয়। বাংলাদেশীদের পক্ষে সিমাচন মেডিকেল ইউনির্ভাসিটির ছাত্রীরা প্রতিনিধিত্ব করে। তাদের তৈরি মোগলাই, চিকেনকারী, ভুনা খিচুড়ি জনপ্রিয়তা পায়। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাপানি ও অন্যান্যদের সঙ্গে প্রবাসী বাঙালিদের এক হৃদ্যতার সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

শাতেরা তাবাস্সুম, Shimane Ken, Izumo shi, koshi cho, 1162-3, Kenei Apartment, Koshi Danchi, Building No-1-114, Japan